সংবাদ

তারিখ ..23 DEC 2016....
পৃষ্ঠা ..১১.. কলাম ..৬..

তারাগঞ্জ কাশিয়াবাড়ী সর. প্রা. বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ

প্রতিনিধি, তারাগঞ্জ (রংপুর)

রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলার কাশিয়াবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নাম মাত্র কাজ করে স্লিপের টাকাসহ টয়লেট মেরামত ও শিশু শ্রেণীর উপকরনের টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। সরেজমিনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানাগেছে ২০১৫-১৬ইং অর্থ বছরে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্লিপ বাবদ ৪০ হাজার, টয়লেট মেরামত বাবদ ৫ হাজার ও শিশু শ্রেণীর উপকরন বাবদ ৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। এর আগে ওই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ব পরিকল্পনা হিসাবে পাঠ সংশিষ্ট উপকরণ, ডায়েরি, পিন ড্রাইভ, সাউন্ড বক্স, চেয়ার, শিক্ষা উপকরণ সহায়ক বই, টেবিল ও বেঞ্চ মেরামত, টয়লেট সামগ্রী, বিদ্যুৎ সংযোগ, ফুটবল, বাগান তৈরির তালিকা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রদান করেন। ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের খেলা-ধুলার কোন সামগ্রী নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুলশি কান্ত রায় কোন বছরেই স্লিপের টাকার কাজ পুরোপুরি করেন না। বিদ্যালয়ে নেই কোন নিয়ম নিতিমালা, ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবক তারাজুল, হামিদুল শ্রেণীভূশসহ এলাকার সচেতন ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অভিভাবক দৈনিক সংবাদ তারাগঞ্জ প্রতিনিধি সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে জানান, প্রতিবছর স্লিপের হাজার হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়ে থাকলেও কোন কাজ না করে প্রধান শিক্ষক টাকা পকেটে রাখেন।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক তুলশি কান্ত রায়ের সঙ্গে কথা হলে তিনি চা খাওয়ার দোয়াত থাকলো বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিয়মের কোন অভিযোগ নেই এবং যে কাজ করেছি আমার মতো অন্য প্রধান শিক্ষকরা তাও করেনি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, স্লিপের টাকার কাজ তো করার কথা, যদি না করে থাকেন, তাহলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এলাকাবাসী ওই দুর্নিতিবাজ প্রধান শিক্ষক তুলশি কান্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরেজমিন তদন্ত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান।